JAN. 02 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের কপিরাইটের অবসান

পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

কয়েক দফা মেয়াদ বাড়ানোর পর অবশেষে গতকাল নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ও সঙ্গীতের ওপর থেকে বিশ্বভারতীর কপিরাইট বা স্বত্বাধিকার শেষ হয়ে গেলো। এ স্বত্বাধিকারের মেয়াদ আরেক দফা বৃদ্ধির জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বিশ্বভারতীয় আচার্য্য প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ির কাছে আবেদন করলেও এতে কেন্দ্র সরকার এবার সারা দেয়নি। ফলে, গতকাল মঙ্গলবার থেকে আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মের ওপর কারো খবরদারি নেই। পিটিআই।

রবীন্দ্রনাথের কর্মের কপিরাইটের অবসান হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী মহল এটিকে স্বাগতম জানালেও রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা আর থাকবে কিনা এ নিয়ে কয়েকজন শিল্পী সংশয় প্রকাশ করেছেন।

কপিরাইটের অবসানের ব্যাপারে মন্তব্য করার জন্য পিটিআই বিশ্বভারতীয় উপাচার্য সুজিত বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়। কেননা তিনি কার্যোপলক্ষে গতকাল চেন্নাইতে ছিলেন। শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কেন্দ্র সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় থেকে এ মর্মে কোনো চিঠি এখনো পায়নি বলে উল্লেখ করে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুবিনয় রায় এ ব্যাপারে কিছু বলতে অস্বীকার করলেও দ্বিজেন মুখার্জি বলেন, বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে। তিনি বলেন, 'মানুষ রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিকৃতি বা পরিবর্তন গ্রহণ করে কিনা সেটার পরীক্ষা হয়ে যাবে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এখন রবীন্দ্রনাথের কাজের কোনো কপিরাইট প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্র রচনাবলীর নির্ভুল ও আরো সুদৃশ্য সংস্করণ এখন থেকে প্রকাশকরা প্রকাশ করতে পারবেন। অপরদিকে লেখক বুদ্ধদেব গুহ শঙ্কা ব্যক্ত করে বলেছেন, কপিরাইটের অভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের বিকৃতির সম্ভাবনা বেড়ে গেলো। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রকাশক মুনাফা দ্বারা চালিত হবেন।